Visit Our Website : www.bari.gov.bd

বিএআরআই

সংবাদ

বর্ষ ২৭ সংখ্যা ৪ অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৫ কার্তিক-পৌষ ১৪২২

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের ত্রৈমাসিক মুখপত্র

কৃষি বিজ্ঞানে জীবন্ত কিংবদন্তী প্রফেসর ড. এম এস স্বামীনাথনের বিএআরআই পরিদর্শন

বিএআরআই পরিদর্শনকালে বিশিষ্ট কৃষিবিজ্ঞানী প্রফেসর এম এস স্বামীনাথন মহোদয়কে সম্মাননা স্মারক প্রদান করছেন এমেরিটাস সায়েন্টিস্ট ড. কাজী এম বদরুদ্দোজা। পাশে উপবিষ্ট ইনস্টিটিউট মহাপরিচালক ড. মো. রফিকুল ইসলাম মন্ডল এবং পরিচালক (প্র. ও যো.) ড. ভাগ্য রানী বণিক

সার্ক এগ্রিকালচার সেন্টারের আমন্ত্রণক্রমে দু'দিনের সফরে সারা বিশ্বে কৃষি বিজ্ঞানে একজন জীবন্ত কিংবদন্তী প্রফেসর ড. এম এস স্বামীনাথন বাংলাদেশে আসেন। সার্ক এগ্রিকালচার সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত ৩১তম সার্ক চার্টার ডে এবং ইন্টারন্যাশনাল ইয়ার অব সয়েলস ২০১৫ উপলক্ষ্যে গত ৮ ডিসেম্বর বিএআরসি মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। তিনি উক্ত অনুষ্ঠানে "Achieving Zero Hunger Targets in SAARC Countries" শিরোনামে Keynote paper উপস্থাপন করেন। পরের দিন ৯ ডিসেম্বর এমেরিটাস কৃষি বিজ্ঞানী প্রফেসর ড. এম এস স্বামীনাথন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট পরিদর্শনে আসেন। তাঁর নেতৃত্বে ভারতে সবুজ বিপ্লব সংগঠিত হয়। গম গবেষণায় ভারত তাঁর হাত ধরে অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করে। তিনি প্রথম ব্যক্তি যিনি ১৯৮৭ সালে ওয়ার্ল্ড ফুড প্রাইজের জন্য মনোনীত হন। তিনি দি এম এস স্বামীনাথন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিথযশা এই বিজ্ঞানীর আগমন উপলক্ষে ইনস্টিটিউটের কাজী বদরুদ্দোজা মিলনায়তনে এক বিজ্ঞানী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এমেরিটাস কৃষি বিজ্ঞানী এবং বিএআরআই-এর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ড. কাজী এম বদরুদ্দোজা। অনুষ্ঠানের শুরুতে বিএআরআই মহাপরিচালক ড. মো. রফিকুল ইসলাম মন্ডল স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন এবং তিনি মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে বিএআরআই-এর গবেষণা সাফল্য সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরেন।

এরপর পৃষ্ঠা ২

বিশ্ব খাদ্য দিবস-২০১৫

কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে "বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০১৫" উদ্‌যাপন করা হয়। দিনটিকে স্মরণীয় করার লক্ষ্যে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। কর্মসূচির মধ্যে ছিল র‍্যালি, টেলিভিশনে আলোচনা এবং পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রকাশ। বিশ্ব খাদ্য দিবস উপলক্ষ্যে গত ১৬ অক্টোবর বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল মিলনায়তনে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আ হ ম মুস্তাফা কামাল এমপি। এবারের খাদ্য দিবসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল "গ্রামীণ দারিদ্র বিমোচন ও সামাজিক সুরক্ষায় কৃষি"। প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় কৃষি মন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী বলেন, বাংলাদেশ এমন একটা সময় এই অনুষ্ঠান করছে যখন আমরা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছি। বেশি দিন দেরি নয় যখন আমরা নিজের প্রয়োজন মিটিয়ে বিদেশে খাদ্য রপ্তানি করব। বর্তমান সরকার কৃষি বান্ধব। কৃষকের প্রয়োজনে

এরপর পৃষ্ঠা ২

বিশ্ব খাদ্য দিবস-২০১৫ উপলক্ষে আয়োজিত কৃষিমেলায় বিএআরআই স্টল পরিদর্শনকালে মাননীয় কৃষি মন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী এমপি-কে ব্রিফিং করছেন পরিচালক (প্র.ও যো) ড. ভাগ্য রানী বণিক।

বিএআরআই
সংবাদ
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের ত্রৈমাসিক মুখপত্র

সম্পাদকীয়

বাংলা ভাষা বাংলাদেশের সংবিধানে রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা লাভের পরেও দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে বাংলাকে পুরোপুরি চালু সম্ভব হয়নি। কালক্রমে বাংলাভাষা দাপ্তরিক ভাষা হয়ে উঠলেও মান ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য যথেষ্ট উদ্যোগ কিংবা প্রয়াস আমরা লক্ষ্য করি না। বিজ্ঞান বিষয়ক লেখা লেখিতে প্রমিত বাংলার প্রচলন একেবারেই যে হয়নি তা নয়। তবে অনেক ক্ষেত্রে বানান রীতি কিংবা ব্যাকরণ রীতির বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা না করে যেভাবে পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশ পায় তা মোটেও কাম্য নয়। একটু কষ্ট করে মাতৃভাষার ওপর খানিকটা জ্ঞান বাড়ালে দেশের লাভ, নিজেরও লাভ হয়। উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিরা মাতৃভাষার প্রয়োগ ও চর্চায় প্রমিত ভাষা ব্যবহার করবেন এটা জাতির কামনা। কিন্তু একে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে কেউ যদি বলেন, 'ন' আর 'ণ' এর ব্যবহার যথেচ্ছ হলে অসুবিধা কী ? কিংবা 'ি' এবং 'ী' এর পার্থক্য খুঁজে লাভ কি ? তাহলে তা প্রকারান্তরে ভাষা শহীদের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনের সামিল। বিষয়টি নিয়ে কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ, শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে ভাবতে হবে। শুদ্ধ উচ্চারণ ও বানানে বাংলা ভাষার ব্যবহার না হলে ভাষায় বিকৃতি আসবে যা আমাদের কাম্য হতে পারে না। মাতৃভাষার জন্য লড়াকু জাতি তার ভাষাকে মান ভাষায় উন্নীত করবে এবং পঠনে লিখনে শুদ্ধতার পরিচয় দেবে এটা কি খুব বেশি চাওয়া ? আমরা সকলে আমাদের প্রিয় মাতৃভাষা বাংলা ভাষার চর্চায় অধিকতর মনযোগী হব এবং শুদ্ধতার পরিচয় দেব এই হোক আমাদের অঙ্গীকার। এটা লক্ষণীয় যে, ভাষায় দক্ষ হলে একজন বিজ্ঞানীর পক্ষে জ্ঞানের জগতে স্বাচ্ছন্দে বিচরণ করা সহজ হয়। ফলে তার জ্ঞানের পরিধিও বিস্তৃত হয়। মাতৃভাষায় বিজ্ঞান চর্চা করা গেলে সমস্যার গভীরে অনুপ্রবেশ করা যেমন সম্ভব তেমনি তার সমাধান খুঁজে পাওয়াও সম্ভব। আমাদের মাতৃভাষা বাংলার মান উত্তরোত্তর বৃদ্ধির জন্য জাতির মেধাবী ও শিক্ষিত সন্তানদের অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। মাতৃভাষার উন্নয়নের দায় নিরক্ষর লোকদের ওপর মোটেও বর্তায় না। এ দায় সম্পূর্ণ শিক্ষিত লোকদের। একথা সত্য, মাতৃভাষাকে ভাল না বেসে কেউ দেশপ্রেমিক হতে পারে না। উন্নত অনেক জাতি পৃথিবীতে আছে যারা নিজ দেশের ভাষার সর্বচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে প্রভূত উন্নয়ন সাধন করেছে। ■

বিশ্ব খাদ্য দিবস...

১ম পৃষ্ঠার পর

আমরা প্রতিনিয়ত বিভিন্ন সময়োপযোগী উদ্যোগ নিয়েছি। যার সুফল কৃষক পেয়েছে। খাদ্য উৎপাদনে সাফল্য সরকারের অর্জনগুলোর অন্যতম। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী জনাব আ হ ম মুস্তাফা কামাল এমপি বলেন, বিশ্বের অনেক দেশ যখন খাদ্য সঙ্কটে তখন আমরা সফলতার মুখ দেখেছি। পরিবর্তনশীল আবহাওয়া আমাদের কৃষকদের দমাতে পারেনি। সরকারের উদ্যোগ আর সকলের চেষ্টা দুই মিলে কৃষিতে বিপ্লব ঘটেছে। সাফল্যের এই ধারা অব্যাহত রাখার মধ্যে দিয়ে আমরা আমাদের কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌছাব। গেস্ট অব অনারের বক্তব্য রাখেন FAO এর বাংলাদেশ প্রতিনিধি Mr. Mike Robson। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব শ্যামল কান্তি ঘোষ। সেমিনার শেষে মাননীয় কৃষি মন্ত্রী বিএআরসি প্রাঙ্গনে আয়োজিত খাদ্য মেলার উদ্বোধন ঘোষণা করেন। এরপর তিনি মেলায় অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখেন। মেলায় দেশি-বিদেশি বিভিন্ন স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে। এর অংশ হিসেবে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট উক্ত মেলায় নিজেদের উদ্ভাবিত বিভিন্ন উন্নত জাত এবং প্রযুক্তির সমন্বয়ে স্টল স্থাপন করে। স্টলে গম, ভুট্টা, চিনা, কাউন, ছোলা, মুগ, গোল আলু, মিষ্টি আলু, ইত্যাদি থেকে দু'শতাধিক বৈচিত্র্যময় খাদ্য তৈরি করে তা প্রদর্শন করা হয়। মাননীয় কৃষি মন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী বিএআরআই স্টল প্রদর্শনে এলে ড. ভাগ্য রানী বণিক, পরিচালক (প্র. ও যো.) স্টলে প্রদর্শিত প্রযুক্তি সামগ্রীর বিবরণ তুলে ধরেন। ■

কৃষি বিজ্ঞানে জীবন্ত কিংবদন্তী

১ম পৃষ্ঠার পর

তিনি বিটি বেগুনের উপরে একটি ভিডিও ডকুমেন্টেশন তুলে ধরলে ড. এম এস স্বামীনাথন সন্তোষ প্রকাশ করেন। ড. স্বামীনাথন সমবেত বিজ্ঞানীদের উদ্দেশ্য দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্যর মাধ্যমে বিজ্ঞানীদের আরও বেশি গবেষণায় মনোনিবেশের পরামর্শ দেন। অতঃপর ইনস্টিটিউটের পক্ষে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি প্রফেসর ড. এম. এস. স্বামীনাথন এর হাতে সম্মাননা ক্রেস্ট তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠান শেষে সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ড. ভাগ্য রানী বণিক, পরিচালক (প্র. ও যো.), বিএআরআই। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. জীবন কৃষ্ণ বিশ্বাস সহ বারি এবং ব্রি এর দুইশত বিশিষ্ট বিজ্ঞানী অংশগ্রহণ করেন।

ড. কে এম খালেকুজ্জামান-এর লেখক হিসেবে সম্মাননা ক্রেস্ট গ্রহণ

গত ২৬ নভেম্বর আ. কা. মু. গিয়াস উদ্দিন মিলকী অডিটরিয়াম, কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকায় কৃষিবিদ মো. আব্দুর রহমান কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত "পাক্ষিক কৃষি প্রযুক্তি" পত্রিকার ৬ষ্ঠ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় তথ্যমন্ত্রী জনাব হাসানুল হক ইনু, এমপি। অনুষ্ঠানে পাক্ষিক কৃষি প্রযুক্তির পক্ষ থেকে ড. কে এম খালেকুজ্জামান, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব), মসলা গবেষণা কেন্দ্র, বিএআরআই, শিবগঞ্জ, বগুড়াসহ ১০ জন লেখক ও ৪ জন সাংবাদিককে সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। সম্মানিত লেখক ও সাংবাদিকদের হাতে সম্মাননা ক্রেস্ট তুলে দেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মাননীয় তথ্যমন্ত্রী জনাব হাসানুল হক ইনু, এমপি। ■

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় তথ্য মন্ত্রী জনাব হাসানুল হক ইনু এমপি-এর হাত থেকে লেখক হিসেবে সম্মাননা ক্রেস্ট গ্রহণ করছেন ড. কে. এম. খালেকুজ্জামান

বিএআরআই
সংবাদ
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের ত্রৈমাসিক মুখপত্র

গোপালগঞ্জ বেসিনে সার-বীজ বিতরণ, চাষী সমাবেশ ও কৃষক প্রশিক্ষণ সংবাদ

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের মাননীয় সংসদ সদস্য আ.ফ.ম. বাহাউদ্দিন নাছিম কৃষকদের মাঝে কৃষি উপকরণ বিতরণ করছেন

গত ১১ নভেম্বর, ডাল গবেষণা উপ-কেন্দ্র, বিএআরআই, গাজীপুরের উদ্যোগে "গোপালগঞ্জ বেসিনে ফসল উৎপাদনের উন্নত প্রযুক্তির পাইলট প্রকল্পের" রবি ২০১৫ মৌসুমে সার বীজ বিতরণ, চাষী সমাবেশ ও কৃষক প্রশিক্ষণ, মাদারীপুর জেলার কালকিনি উপজেলার, উপজেলা পরিষদের হলরুমে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে কালকিনি, মাদারীপুরের মাননীয় সংসদ সদস্য আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে সমাবেশের শুভ উদ্বোধন করেন এবং সার বীজ বিতরণ করেন। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোছা. শাখী আকতার এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রকল্পের উদ্দেশ্য, অগ্রগতি এবং সাফল্যের উপর আলোকপাত করেন প্রকল্পের প্রিন্সিপ্যাল ইনভেস্টিগেটর ও ডাল গবেষণা উপ-কেন্দ্র, বিএআরআই, গাজীপুরের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. আশরাফ হোসেন। প্রধান অতিথি, মাননীয় সংসদ সদস্য আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম তার বক্তব্যে এই প্রকল্প গ্রহণ এবং অর্থায়ন করায় বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ও কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশনকে ধন্যবাদ জানান। এছাড়াও তিনি প্রকল্পের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গদেরকে আন্তরিক সাধুবাদ জানান। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত সহ ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গোপালগঞ্জ বেসিনে এ ধরনের আরো প্রকল্প ভবিষ্যতে গ্রহণ করার জন্য তিনি বিজ্ঞানী, সম্প্রসারণবিদ সহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহকে আহ্বান জানান। ■

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে "বারি শ্রমিক ব্যবস্থাপনা" সফটওয়ার চালু

সম্প্রতি বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বারি) কর্তৃক উদ্ভাবিত সফটওয়ার "বারি শ্রমিক ব্যবস্থাপনা" তৈরি করা হয়েছে। মূলত এটি বারি শ্রমিকদের বেতনবিল, ব্যক্তিগত, পদোন্নতি বদলী ম্যানুয়ালি করার পরিবর্তে সফটওয়ারের মাধ্যমে স্বল্প সময়ে করা যাবে এবং পেপারলেস অফিস গড়ার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখবে

বারি LAN এর সাথে সংযুক্ত Computer এর মাধ্যমে http://128.15.144/Labor ঠিকানা থেকে সফটওয়ারটি ব্যবহার করা যাবে।

প্রশিক্ষণ সংবাদ

গত ৬-৯ ডিসেম্বর কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট জয়দেবপুর, গাজীপুর এর উদ্যোগে "Marker Assisted Breeding and Plant Genetic Engineering" শীর্ষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইনস্টিটিউট মহাপরিচালক ড. মো.রফিকুল ইসলাম মন্ডল। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক (গবেষণা) ড. মোহাম্মদ জালাল উদ্দীন, পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ) ড. ভাগ্য রানী বণিক, পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ) মো. শেরেব হাসান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র- এর পরিচালক ড. মো. জাহাঙ্গীর হোসেন। অর্থায়ন করে Enhancing Quality Seed Supply Project (BARI part). ■

গত ২৭ ডিসেম্বর বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে কাজী বদরুদ্দোজা মিলনায়তনে "ARMIS Software & Its Operation" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইনস্টিটিউট মহাপরিচালক ড. মো.রফিকুল ইসলাম মন্ডল। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক (গবেষণা) ড. মোহাম্মদ জালাল উদ্দীন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ) ড. ভাগ্য রানী বণিক। প্রায় তিন শতাধিক বিজ্ঞানী উক্ত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। ■

গত ১০ নভেম্বর প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ উইং- এর উদ্যোগে অফিস সহায়ক ও নিরাপত্তা কর্মীদের আচরণ ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি শীর্ষক প্রশিক্ষণ বিএআরআই সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক (গবেষণা) ড. মোহাম্মদ জালাল উদ্দীন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক (পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন) ড. মো. শামছুল আলম। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ) ড. ভাগ্য রানী বণিক। উক্ত প্রশিক্ষণে শতাধিক অফিস সহায়ক ও নিরাপত্তা কর্মী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। ■

বিএআরআই
সংবাদ
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের ত্রৈমাসিক মুখপত্র

মহান বিজয় দিবস

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট চত্বরে যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান বিজয় দিবস ২০১৫ উদ্‌যাপিত হয়েছে। ভোরে সূর্যোদয়ের রক্তিম আভা ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে দিবসের কর্মসূচি শুরু হয়। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন বিএআরআই-এর পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ) মো. শোয়েব হাসান। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন বিএআরআই-এর পরিচালক (গবেষণা) ড. মোহাম্মদ জালাল উদ্দীন, পরিচালক (প্র. ও যো.) ড. ভাগ্য রানী বণিক এবং বোর্ড অব ম্যানেজমেন্টের সদস্য জনাব মো. খলিলুর রহমান। পতাকা উত্তোলনের পর মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদের আত্মার মাগফেরাত ও জাতির শান্তি অগ্রগতি এবং সংহতি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে দিনব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। কর্মসূচির মধ্যে খেলাধুলা, বিশেষ মোনাজাত, পুরস্কার বিতরণ ও মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা। খেলাধুলার মধ্যে মেরাথন দৌড়, হা-ডু-ডু, সুইসূঁতা দৌড়, দ্রুত হাঁটা, চোখ বেঁধে হাড়ি ভাংগা, গোলক নিক্ষেপ, চাকতি নিক্ষেপ, বর্শা নিক্ষেপ, বল নিক্ষেপ, বাজনা শেষে বালিশ কোথায়, উচ্চ লম্ফ, দীর্ঘ লম্ফ,

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করছেন পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ) মো. শোয়েব হাসান

রশি টানাটানি, ভলিবল, ক্রিকেট এবং সাঁতার প্রতিযোগিতা উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া, আনন্দ শিশু কানন, বিএআরআই উচ্চ বিদ্যালয়, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্র/ছাত্রীরাও বিভিন্ন খেলাধুলায় অংশ নেয়। বিকেলে মহান বিজয় দিবসের গুরুত্ব ও তাৎপর্যের উপর এক আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। মো. শোয়েব হাসান, পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ) এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএআরআই-এর মহাপরিচালক ড. মো. রফিকুল ইসলাম মন্ডল। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. মোহাম্মদ জালাল উদ্দীন, পরিচালক (গবেষণা) এবং ড. ভাগ্য রানী বণিক, পরিচালক (প্র ও যো.)। প্রধান অতিথি আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন দিকের ওপর আলোকপাত করে বক্তব্য রাখেন। আলোচনা শেষে মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বেশ কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধাকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সবশেষে বিভিন্ন প্রকার খেলাধুলায় অংশগ্রহণকারী বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. মো. রফিকুল ইসলাম মন্ডল।

পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন

মো. গোলাম মাহবুব, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, এএসআইসিটি বিভাগ, বিএআরআই, গাজীপুর, জাপানের গিফু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেছেন। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল 'Modeling and evaluation of basin scale water balance using airborne lidar and satellite remote sensing'. তিনি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. শিরিয়ো শিনোদা ও সহযোগী অধ্যাপক ড. তোশিহারু কোজিমা-এর যৌথ তত্ত্বাবধানে এ গবেষণাকর্ম সম্পাদন করেন। জাপান সরকার প্রদত্ত মনবুশো (MEXT) বৃত্তির অর্থায়নে তিনি এই গবেষণা ও অধ্যয়ন সম্পন্ন করেন। পিএইচডি ডিগ্রির জন্য প্রয়োজনীয় আবশ্যকীয় গবেষণা ও কোর্সের পাশাপাশি তিনি 'Gifu University Rearing Program for Basin Water Environmental Leaders'- এর তিন বছর মেয়াদী অতিরিক্ত কারিকুলাম অনুসরণ করে 'International Environmental Leadership'- সনদ অর্জন করেন। পিএইচডি ডিগ্রি সম্পন্নকালে ড. মাহবুবের অর্জিত জ্ঞান ও গবেষণা দক্ষতা, রিমোট সেন্সিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে দেশের কৃষি উৎপাদন ও পরিবেশের সঠিক পরিবীক্ষণ ও টেকসই ব্যবস্থাপনায় ভূমিকা রাখবে। ■

মো. গোলাম মাহবুব

মো. সাখাওয়াত হোসেন, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, বরেন্দ্র কেন্দ্র, রাজশাহী সম্প্রতি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ এর কৃষিতত্ত্ব বিভাগ থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেছেন। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল Influence of Integrated Plant Nutrition System and Legume Crops Inclusion on the Productivity of Wheat-Transplant Aman Rice Cropping Pattern। তিনি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষিতত্ত্ব বিভাগের প্রফেসর ড. মো. আব্দুর রহমান সরকার এবং মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর ড. মো. জহির উদ্দিন এর তত্ত্বাবধানে গবেষণা কাজ সম্পন্ন করেন। তিনি এনএটিপি ফেজ-১ প্রকল্পের বৃত্তি ও আর্থিক সহায়তায় তাঁর গবেষণা কাজ সমাপ্ত করেন। দেশ-বিদেশের জার্নালে এ পর্যন্ত তাঁর ১৯টি গবেষণা প্রবন্ধ ও বেশ কিছু পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর গবেষণালব্ধ ফলাফল গম - ধান শস্য বিন্যাসের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং সমন্বিত পুষ্টি ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। ■

মো. সাখাওয়াত হোসেন

মো. মোখলেসুর রহমান, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, লাক্ষা গবেষণা কেন্দ্র, চাঁপাইনবাবগঞ্জ সম্প্রতি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ হতে কীটতত্ত্ব বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেছেন। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল "Bioecology and Management of Eublemma amabilis Moore and Pseudohypatopa Pulverea Meyric predators of lac insect". তিনি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কীটতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ড. খন্দকার শরিফুল ইসলাম এবং ড. মাহবুবা জাহান এর তত্ত্বাবধানে গবেষণা কাজ সম্পন্ন করেন। তিনি "বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের চলমান গবেষণা কর্মসূচি জোরদারকরণ প্রকল্প" এর বৃত্তি নিয়ে গবেষণা কাজ সম্পন্ন করেন। তাঁর গবেষণালব্ধ ফলাফল লাক্ষা পোকার শত্রু পোকা দমনের মাধ্যমে লাক্ষার উৎপাদন প্রায় ২০ ভাগ বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। ■

মো. মোখলেসুর রহমান

বিএআরআই
সংবাদ
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের ত্রৈমাসিক মুখপত্র

মাঠ দিবস সংবাদ

গত ৭ নভেম্বর সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, বরেন্দ্র কেন্দ্র, বিএআরআই রাজশাহীর উদ্যোগে "জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় খরাপ্রবণ ও উপকূলীয়/লবণাক্ত এলাকার জন্য টেকসই ফসল ব্যবস্থাপনা উদ্ভাবন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বারি মাস-৩ এর উপর চরমোহনপুর, ঘোড়াপাখিয়া, চাঁপাইনবাবগঞ্জে একটি মাঠ দিবসের আয়োজন করা হয়। উক্ত মাঠ দিবসে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. ইঞ্জি. জ্ঞান রঞ্জন শীল, এমডি এবং অতিরিক্ত সচিব, বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড, বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ড.অপূর্ব কান্তি চৌধুরী, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, বিএআরআই, গাজীপুর। এছাড়াও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আবি আবদুল্লাহ, উপ-পরিচালক ও উপসচিব, বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড। উক্ত মাঠ দিবস অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন জনাব মো. মজুরুল হুদা, অতিরিক্ত উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, ড. মো. আলীম উদ্দিন, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ফল গবেষণা কেন্দ্র, বিনোদপুর, রাজশাহী এবং ড. মো. ইলিয়াস হোসেন, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, আঞ্চলিক গম গবেষণা কেন্দ্র, শ্যামপুর, রাজশাহী। অনুষ্ঠান উপস্থাপনায় ছিলেন জনাব মো. এনায়েত আলী প্রামানিক, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, বরেন্দ্র কেন্দ্র, রাজশাহী। অত্র মাঠ দিবসে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ড. মো. সাখাওয়াত হোসেন, ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও কেন্দ্র প্রধান সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, বরেন্দ্র কেন্দ্র, রাজশাহী। সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, বরেন্দ্র কেন্দ্র, রাজশাহী ১৯৭৯ সাল হতে খরাপ্রবণ উঁচু বরেন্দ্র এলাকায় কৃষির বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে গবেষণা করে আসছে। দেশের উত্তর এবং উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, বিশেষ করে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় মাসকলাইয়ের চাষ হয়ে থাকে। চরমোহনপুর গ্রামে প্রায় চার হাজার বিঘা জমিতে মাস কলাই চাষ হয়। বারি মাস-৩ জাতের ফলন স্থানীয় জাতের প্রায় দ্বিগুন। অতএব শুধুমাত্র উন্নত জাতের চাষাবাদের মাধ্যমেই ডালের উৎপাদন প্রায় দ্বিগুন করা সম্ভব। এ জাত বিঘাপ্রতি ৫-৬ মন ফলন দেয়। এই উচ্চ ফলনশীল জাতের মাসকলাই চাষ করলে একদিকে যেমন ডালের অভাব পূরণ হবে তেমনি অন্যদিকে কৃষকের আর্থ- সামাজিক অবস্থার উন্নতি হবে বলে কৃষি সংশ্লিষ্ট সকলেই মনে করেন। উক্ত মাঠ দিবসে প্রায় ১৫০ জন কৃষক-কৃষাণী উপস্থিত ছিলেন। ■

সেচ ওপানি ব্যবস্থাপনা বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএআরআই), জয়দেবপুর, গাজীপুর এবং সরেজমিন গবেষণা বিভাগ (সগবি), বিএআরআই,খুলনা কর্তৃক আয়োজিত "জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় লবণাক্ত এলাকার জন্য টেকসই ফসল ব্যবস্থাপনা উদ্ভাবন" শীর্ষক বিসিসিটিএফ (BCCTF) প্রকল্পের মাধ্যমে শস্য বিন্যাস ভিত্তিক বিভিন্ন ফসলের সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক মাঠ দিবস গত ১৫ জানুয়ারি ডুমুরিয়া, খুলনায় অনুষ্ঠিত হয়। টমেটো-পাট-রোপাআমন এবং সরিষা-মুগ-রোপাআমন শস্য বিন্যাসের উপর ফসল উৎপাদনে যথাযথ সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক মাঠ দিবস কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য উপস্থাপন করেন জনাব শেখ মোস্তফা জামান, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, সগবি, বিএআরআই, খুলনা। উক্ত মাঠ দিবসে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. প্রশান্ত কুমার সরদার, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ড. মো. হাকুনুর রশিদ, ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, সগবি, খুলনা এবং সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা বিভাগ, জয়দেবপুর, গাজীপুর এর বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. খোকন কুমার সরকার। উক্ত মাঠ দিবসে শতাধিক কৃষক/কৃষাণী উপস্থিত ছিলেন। ■

গত ১৮ মার্চ "জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় খরাপ্রবণও উপকূলীয়/লবণাক্ত এলাকার জন্য টেকসই ফসল ব্যবস্থাপনার উদ্ভাবন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বারি গম-২৫ এর উপর ভাড়াশিমলা, কালিগঞ্জ ,সাতক্ষীরায় মাঠ দিবসের আয়োজন করা হয়। উক্ত মাঠ দিবসে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড.ভাগ্য রানী বণিক, পরিচালক, প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ উইং, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, জয়দেবপুর,গাজীপুর। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ড. মো. সিরাজুল ইসলাম, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, যশোর। এছাড়াও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শেখ মোস্তফা জামান, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, দৌলতপুর, খুলনা, ড. অপূর্ব কান্তি চৌধুরী, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, বিএআরআই, জয়দেবপুর, গাজীপুর, ড. প্রশান্ত কুমার সরদার প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, দৌলতপুর, খুলনা, ড. কাওছার উদ্দিন আহাম্মদ , প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র,যশোর ও মো. আতিকুর রহমান, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, বারি, বেনারপোতা, সাতক্ষীরা। কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, বারি, বেনারপোতা সাতক্ষীরা ২০০০ সাল থেকে উপকূলীয় লবণাক্ত এলাকার কৃষির বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে গবেষণা করে আসছে। অধিক লাভের আশায় অপরিকল্পিত চিংড়ি চাষের ফলে এ অঞ্চলের বিশেষ করে সাতক্ষীরা জেলায় প্রায় ৩০ ভাগ জমি ৬-৮ মাস জলাবদ্ধ থাকার কারণে কৃষি কাজ দারুণভাবে ব্যহত হচ্ছে। শুধু সাতক্ষীরা জেলায় ১২৭% হারে কৃষিজ জমি প্রতি বছর লবণাক্ত জমিতে পরিণত হচ্ছে যেখানে সামান্য কিছু জমিতে রোপাআমন ও বসতবাড়িতে সবজি চাষ হলেও আমন পরবর্তী কালে এই এলাকায় প্রায় ১.০৮ মিলিয়ন হেক্টর জমি পতিত পড়ে থাকে। সেই দিকে লক্ষ্য রেখে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টফান্ডের অর্থায়নে ২০১১ সাল থেকে সাতক্ষীরা জেলার বিভিন্ন উপজেলায় "জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় খরাপ্রবণ ও উপকূলীয়/লবণাক্ত এলাকার জন্য টেকসই ফসল ব্যবস্থাপনার উদ্ভাবন" শীর্ষক প্রকল্পের গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ■

প্রশিক্ষণ সংবাদ ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর

করার প্রয়োজনীয় পোশাক, ব্যালেন্স ও স্প্রেয়ার সরবরাহ করা হয়। সময়মত এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ আয়োজনের জন্য আমচাষীরা আয়োজকদের ধন্যবাদ জানান। ■

ডাল গবেষণা উপ-কেন্দ্র, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর, কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে "গোপালগঞ্জ বেসিনে ফসল উৎপাদনের উন্নত প্রযুক্তির পাইলট প্রজেক্ট" শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ২৭ ডিসেম্বর ২০১৫, এক দিনব্যাপী "মসুর-মুগডাল-রোপাআমন এবং সরিষা-মুগডাল-রোপাআমন" শস্য বিন্যাসের আধুনিক প্রযুক্তি শীর্ষক কৃষক প্রশিক্ষণ গোপালগঞ্জের জালালাবাদ ইউনিয়ন কমপ্লেক্সের, কনফারেন্স রুমে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ) ড. ভাগ্য রানী বণিক। দিনব্যাপি এই প্রশিক্ষণে সর্বমোট ৮০ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, ডাল গবেষণা উপ-কেন্দ্র, বিএআরআই, গাজীপুর এবং সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, গোপালগঞ্জের বিজ্ঞানীবৃন্দ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও গোপালগঞ্জ বেসিন পাইলট প্রকল্পের কর্মকর্তাবৃন্দ। প্রকল্পের প্রিন্সিপাল ইনভেস্টিগেটর ও ডাল গবেষণা উপ-কেন্দ্রের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. আশরাফ হোসেন গোপালগঞ্জ বেসিন পাইলট প্রকল্পের প্রেক্ষাপট, উদ্দেশ্যসহ ফসল ধারায় ডাল ফসল চাষের উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তার উপর বিস্তারিত আলোকপাত করেন। উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, গোপালগঞ্জ মি. সমীর কুমার গোস্বামী, গোপালগঞ্জ জনপদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গোপালগঞ্জ বেসিন পাইলট প্রকল্প অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। গোপালগঞ্জ বেসিনে এমন একটি প্রকল্প গ্রহণের জন্য বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ও কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশনকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। উল্লেখ্য যে গোপালগঞ্জ বেসিনে ফসলের নিবিড়তা মাত্র ১৭৬%। যেখানে সমগ্র দেশের ফসলের নিবিড়তা ২০১%। ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধিসহ, কৃষকদের ফসল উৎপাদনের আধুনিক প্রযুক্তি এবং উন্নত পদ্ধতিতে চাষাবাদের মাধ্যমে ফলন বৃদ্ধির জন্য প্রকল্প থেকে ৫০০০ জন কৃষান-কৃষাণীকে বিনা মূল্যে সার-বীজ, কীটনাশক ও ছত্রাকনাশক সরবরাহ করা হচ্ছে এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে হাতেকলমে প্রযুক্তি হস্তান্তর করা হচ্ছে। এছাড়াও নারিকেলের মাকড় দমন করার জন্য ৮০০ জন কৃষককে নারিকেলের মাকড় দমন পদ্ধতির উপর প্রশিক্ষণ প্রদান, ছত্রাক নাশক ও স্প্রে মেশিন সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয়। প্রধান অতিথি প্রকল্পের সামগ্রিক কার্যক্রমে অভিভূত হন এবং প্রশিক্ষণের শুভ উদ্বোধন করেন। ■

বিএআরআই
সংবাদ
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের ত্রৈমাসিক মুখপত্র

পরিচালক (প্র. ও যো.) এর গোপালগঞ্জ বেসিনে মসুর, সরিষা ও ছোলার মাঠ পরিদর্শন

দেশের দক্ষিণাঞ্চলের তথা গোপালগঞ্জ ও মাদারীপুর জেলার কৃষি উৎপাদনে আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগ এবং কৃষকের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে ডাল গবেষণা উপকেন্দ্র, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর, গোপালগঞ্জ বেসিনে ফসল উৎপাদনের উন্নত প্রযুক্তির পাইলট প্রজেক্ট বাস্তবায়ন করছে। উক্ত প্রকল্পের প্রযুক্তি হস্তান্তর কার্যক্রমকে জোরদার ও বেগবান করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ) গত ২৬-২৮ ডিসেম্বর ২০১৫ গোপালগঞ্জ ও মাদারীপুর অঞ্চল সফর করেন। তার সফর সঙ্গী হিসেবে ছিলেন গোপালগঞ্জ বেসিন পাইলট প্রকল্পের পিআই ও ডাল গবেষণা উপ-কেন্দ্র, বারি গাজীপুরের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. আশরাফ হোসেন। দেশের খাদ্য স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার দক্ষিণাঞ্চলসহ গোপালগঞ্জ বেসিনের কৃষি উৎপাদন ও কৃষকের আয় বৃদ্ধির ওপর জোর তাগিদ দিয়ে আসছে। পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ) গোপালগঞ্জ ও মাদারীপুর পরিদর্শনে এলে আঞ্চলিক ডাল গবেষণা কেন্দ্র, মাদারীপুর এর মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. আবুল হোসেন, সরেজমিন গবেষণা বিভাগ গোপালগঞ্জের ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এইচ এম খায়রুল বাসার, গোপালগঞ্জ জেলার উপ-পরিচালক সমীর কুমার গোস্বামী, গোপালগঞ্জ বেসিন পাইলট প্রকল্পের সাইট কো-অর্ডিনেটর নিখিল রঞ্জন মন্ডল সহ সংশ্লিষ্ট উপজেলার কৃষি কর্মকর্তা, সম্প্রসারণকর্মী ও কৃষকরা তার সাথে মাঠ পরিদর্শন করেন। প্রকল্পের প্রিন্সিপাল ইনভেস্টিগেটর ড. মো. আশরাফ হোসেন প্রকল্পের ফসল ধারায় অর্ন্তভূক্ত ফসলসমূহ সরেজমিনে পরিদর্শন করে দেখান। পরিচালক মহোদয় গোপালগঞ্জ বেসিনে তিন ফসলী শস্য বিন্যাস মসুর-মুগডাল-রোপাআমন, সরিষা-মুগডাল-রোপাআমন এবং ছোলা-পাট-রোপাআমন শস্য বিন্যাস এর মসুর, সরিষা ও ছোলার অংশগ্রহণমূলক প্রদর্শণী ব্লক দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং কৃষকদের সঙ্গে মত বিনিময় ও উঠান বৈঠক করে একই জমিতে তিনটি ফসল উৎপাদনের জন্য উৎসাহ ও পরামর্শ প্রদান করেন।

গোপালগঞ্জে কৃষকের মাঠ পরিদর্শন করছেন পরিচালক (প্র. ও যো.) ড. ভাগ্য রানী বণিক

উল্লেখ্য যে, গোপালগঞ্জ বেসিনে রবি ২০১৫-১৬ মৌসুমে ৭০০ বিঘা জমিতে মসুর, ৫৬০ বিঘা জমিতে সরিষা এবং ৪০০ বিঘা জমিতে ছোলার অংশগ্রহণমূলক প্রদর্শনী ব্লক স্থাপিত হয়েছে। পরিচালক মহোদয় প্রকল্পের ফসলের অবস্থা ও সার্বিক কার্যক্রমের সরেজমিনে পরিদর্শন করে আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, গোপালগঞ্জ বেসিন পাইলট প্রকল্পের মাধ্যমে গোপালগঞ্জ ও মাদারীপুর অঞ্চলের কৃষকদের কৃষি উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধিসহ আর্থসামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। ■

প্রশিক্ষণ সংবাদ

কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে পেস্টিসাইড টক্সিকোলজি রিসার্স প্রজেক্ট, কীটতত্ত্ব বিভাগ এর সার্বিক সহযোগিতা ও অর্থায়নে " ফল ও শাকসবজি উৎপাদনে ক্ষতিকারক পোকামাকড় ব্যবস্থাপনায় কীটনাশকের সফল ও নিরাপদ ব্যবহার " শীর্ষক কৃষক প্রশিক্ষণ গত ৭-৮ নভেম্বর/২০১৫ বিনা উপকেন্দ্র, কুমিল্লা এবং ২৫-২৮ নভেম্বর/২০১৫, পাহাড়ী কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, খাগড়াছড়িতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। কীটনাশকের নিরাপদ ব্যবহারের মাধ্যমে শাকসবজি উৎপাদন কল্পে কৃষকদেরকে প্রশিক্ষিত করে গড়ে তোলাই এ প্রশিক্ষণের মূল লক্ষ্য। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ড. মো. শামসুল হক, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, আঞ্চলিক উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র, কুমিল্লা। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. সৈয়দ নূরুল আলম, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও প্রধান, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বিএআরআই, গাজীপুর। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. দেবাশীষ সরকার, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, কীটতত্ত্ব বিভাগ। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ড. মো. সুলতান আহমেদ, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বিএআরআই, গাজীপুর। ■

গত ২৫-২৮ নভেম্বর/২০১৫, খাগড়াছড়িতে অনুষ্ঠিত কৃষক প্রশিক্ষণে সভাপতিত্ব করেন ড. মনোরঞ্জন ধর, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, পাহাড়ী কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, খাগড়াছড়ি। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. সৈয়দ নূরুল আলম, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও প্রধান, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বিএআরআই, গাজীপুর। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. দেবাশীষ সরকার, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, এবং ড. মো. সুলতান আহমেদ, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বিএআরআই, গাজীপুর। ■

গত ১২-১৪ ডিসেম্বর/২০১৫, পেস্টিসাইড টক্সিকোলজি রিসার্স প্রজেক্ট, কীটতত্ত্ব বিভাগ এর অর্থায়নে সমন্বিত বালাইদমন ব্যবস্থাপনা ও কীটনাশকের নিরাপদ ব্যবহার শীর্ষক প্রশিক্ষণ বিএআরআই, সেমিনার রুম, গাজীপুরে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের ১৪টি বিভিন্ন সংস্থার বিজ্ঞানী ও কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. ভাগ্য রানী বণিক, পরিচালক (প্র. ও যো.), বিএআরআই,গাজীপুর। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব শোয়েব হাসান, পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ) ও ড. বিরেশ কুমার গোস্বামী, পরিচালক, পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন বিভাগ, বিএআরআই, গাজীপুর । উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ড. সৈয়দ নূরুল আলম, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও প্রধান, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বিএআরআই, গাজীপুর। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ড. দেবাশীষ সরকার, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বিএআরআই, গাজীপুর। ■

গত ৭-১০ ডিসেম্বর আঞ্চলিক উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র, বিএআরআই, চাঁপাইনবাবগঞ্জে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর ব্যবস্থাপনায় Kuwait Goodwill Fund এর আর্থিক সহযোগিতায় আম চাষীদের "আমের রোগ ও পোকা দমনে বিচক্ষণ বালাইনাশক প্রয়োগ কৌশল" শীর্ষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। সর্বমোট ৯০ জন প্রশিক্ষণার্থী উক্ত প্রশিক্ষণে উপস্থিত ছিলেন। উক্ত প্রশিক্ষণে আমচাষীদের লাভজনক উপায়ে সবচেয়ে কমখরচে রোগ ও পোকামাকড় দমন করে বিষমুক্ত ও নিরাপদ ও রপ্তানিযোগ্য আমের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য অত্র কেন্দ্রের বিজ্ঞানীরা প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে আয়োজকদের পক্ষ থেকে বালাইনাশক স্প্রে

এরপর পৃষ্ঠা ৫

বিএআরআই
সংবাদ
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের ত্রৈমাসিক মুখপত্র

জানুয়ারি - মার্চ প্রান্তিকে কৃষক ভাইদের করণীয়

ইংরেজি নতুন বছরের শুভেচ্ছা। নতুন বছরে নতুন নতুন সম্ভাবনায় ভরে উঠুক আপনাদের জীবন এই শুভ কামনায় শুরু করছি এ প্রান্তিকের কৃষি। রবি মৌসুমের চাষাবাদের ব্যস্ততা কমেছে। মাঠে এখন শাকসবজি ভরপুর। ভাল ফলন পেতে হলে আন্তঃপরিচর্যা, রোগ,পোকা-মাকড় দমন, সার, সেচ ইত্যাদি বিষয়ে অধিক যত্নবান হতে হবে। সুপ্রিয় কৃষক কৃষাণী ভাই ও বোনেরা, আসুন সেসব নিয়ে আলোকপাত করি।

গম: কৃষক ভাইয়েরা, গমের চারা তিনপাতা বা চারার বয়স ১৮-২১ দিন পার হলে আগাছা পরিষ্কার করে প্রথম সেচ দিন, দ্বিতীয় সেচ গমের শীষ বের হওয়ার সময় বপনের ৫৫-৬০ দিন পার হলে এবং তৃতীয় সেচ দানা গঠনের সময় অর্থাৎ বপনের ৭৫-৮০ দিন পর দিতে হবে।

গমের ক্ষেত্রে ১৮০-২২০ কেজি/হেক্টর ইউরিয়া সার ব্যবহার করতে হবে। শেষ চাষের সময় ইউরিয়া সারের তিনভাগের দুইভাগ এবং অন্যান্য সারের সবটুকু ছিটিয়ে মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। বাকি এক ভাগ ইউরিয়া বীজ বপনের ১৭-২১ দিনের মধ্যে দিনের মধ্যে উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

আলু: আলু লাগানোর ৩০-৩৫ দিন পর গোড়ায় মাটি দেওয়া প্রয়োজন। এতে চারার আর্দ্রতা পেতে সহজ হবে কিংবা সেচ দিতেও সুবিধা হবে। বাতাসের আপেক্ষিক আর্দ্রতা বেশি থাকলে আলুতে লেট ব্লাইট রোগের আক্রমণ হতে পারে। এই রোগ খুবই ভয়াবহ। এ রোগ আক্রমণ করলে, ক্ষতি চরম সীমায় পৌঁছার পূর্বেই রিডোমিল (০.২%), ডাইথেন এম ৪৫(০.২%) ইত্যাদি ছত্রাক নাশক অনুমোদিত হারে ১০-১২ দিন পর পর স্প্রে করতে হবে। আক্রান্ত জমিতে সেচ যথাসম্ভব বন্ধ করে দিতে হবে। মনে রাখবেন আলু উৎপাদনে নিবিড় যত্ন ও পর্যবেক্ষণ উৎপাদন বহুগুণে বাড়িয়ে দেয়। আলু বীজ তোলার কয়েকদিন আগে মাটির উপরে গাছ কেটে ফেলুন এতে আলুগুলো মাটিতে শক্ত হতে হবে। বীজ রাখতে হলে পোকা ও রোগমুক্ত ক্ষেত নির্বাচন করুন।

সবজির পরিচর্যা: এ সময় শীতকালীন শাক-সবজির ক্ষেতে মাঝে মধ্যে সেচ দিন। আগাম সবজি পরিপক্ক হলে তুলে ফেলুন। এ সময় পরাগায়নের আগে লাউ, কুমড়ার কড়া রুরে যেতে পারে। তাই সকালে ফোঁটা পুরুষ ফুল ছিড়ে ফুলের গর্ভদন্ডের সাথে পরাগরেণু ঘষা দিলে পরাগায়ন ঘটে। এতে ১টি পুরুষ ফুল ৪/৫টি স্ত্রী ফুলে ঘষা দেয়া যায়। এই পদ্ধতি গাছের সব ফল টিকতে সহায়তা করে। বেগুন অত্যন্ত জনপ্রিয় সবজি। তবে বেগুনের ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণের ফলে বেগুনের উৎপাদন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। ব্যবহৃত কীটনাশকসমূহের উপর বেগুনের ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকার সহনশীল ক্ষমতা বেড়ে যাওয়ায় প্রকৃত পক্ষে পোকা দমনের কোন সুফল পাওয়া যাচ্ছে না কৃষক ভাইয়েরা আপনারা একটি সমন্বিত ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করতে পারেন।

- পোকা আক্রান্ত ডগা ও ফল ধ্বংস করা;
- সেক্স ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করে পুরুষ পোকার সাথে মিলিত হওয়ার পূর্বেই ধরে ফেলা ও ধ্বংস করা;
- কীটনাশকের ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করা বা সীমিত আকারে ব্যবহার করা;
- বেগুনের ঢলে পড়া রোগ দেখা দিলে গাছের গোড়া ও শিকড় বিবর্ণ হয়ে যায়। এ রোগ হলে পাতা নেতিয়ে পড়ে ও গাছ মারা যায়। এ রোগের প্রতিকার হিসেবে আক্রান্ত গাছ তুলে ফেলুন, রোগ প্রতিরোধক জাত লাগাতে পারেন।

ফুল কপি: ফুল কপির ফুলের রঙ ধবধবে সাদা রাখার জন্য কচি অবস্থা থেকে চারদিকের পাতা বেঁধে ফুল ঢেকে দিতে হবে। অন্যথায় সূর্যালোকে ফুল খোলা অবস্থায় থাকলে ফুলের বর্ণ হলুদাভ হয়ে যায়।

গ্রীষ্মকালীন শাক সবজির চাষ: এ সময়কার ফসল করলা, চালকুমড়া, চিচিংগা, ঝিংগা, বেতুন শশার বীজ ইত্যাদি বীজ তলায় ফেলতে পারেন । এ ছাড়া বনজ ও ফলদ গাছে মাঝে মধ্যে সেচের ব্যবস্থা নিন। বৃষ্টির অভাবে মাটিতে রসের ঘাটতি দেখা দিতে পারে।

বারি লাল শাক-১: বপনের ২৫-৩০ দিনের মধ্যে তোলা যায়। বীজ ছিটিয়ে ও সারিতে বপন করা যায়। সারিতে বপন সুবিধাজনক এবং সারির দূরত্ব ২০সেমি। বীজের হার হেক্টরপ্রতি ২.০-২.৫কেজি।

দেশের অর্থনীতিতে ফুল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। বর্তমানে অভ্যন্তরীণ প্রয়োজন মেটানো এবং রপ্তানি বাণিজ্যের প্রয়োজন মেটাতে ফুলের চাষ বৃদ্ধি করার সময় এসেছে। পৃথিবীর অনেক দেশেই ফুল বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদিত হয়। বাংলাদেশের উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু নানা রকম ফুল এবং বাহারী গাছ উৎপাদনের উপযোগী। এই প্রান্তিকে কৃষক ভাই-বোনদের কিছুটা ব্যতিক্রমী কিন্তু লাভজনক ফুল চাষ সম্বন্ধে জানাব।

বারি গ্লাডিওলাস-৩: এটি একটি কন্দ জাতীয় ফুল। সারা বছর এর চাষাবাদ করা যায়। বাজারে চাহিদা আছে এবং বাণিজ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ জাতের কাটফ্লাওয়ারের তুলনা নেই। এ গাছের পাতা তরবারীর মতো। জাতটি বাংলাদেশের সর্বত্র চাষাবাদ উপযোগী। ফুলের রঙ সাদা এবং ৯.০-৯.৩সেমি ব্যাস বিশিষ্ট। স্পাইকে ফ্লোরেটের সংখ্যা ১৩-১৪ টি। সাধারণত স্পাইকের নিচের দিক থেকে ১-২ টি ফ্লোরেট উন্মুক্ত হওয়া শুরু হলে স্পাইক কাটার উপযুক্ত সময় হয়েছে বলে ধরে নেয়া হয়। হেক্টরপ্রতি ১.৭৫-২.০ লক্ষ ফুলের স্টিক পাওয়া যায়। ফুলের সজীবতা ৮-৯ দিন থাকে। ■

বিএআরআই বিজ্ঞানী মাহমুদুল হাসান-এর তথ্য মন্ত্রীর নিকট থেকে ক্রেস্ট গ্রহণ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় তথ্য মন্ত্রী জনাব হাসানুল হক ইনু-এর হাত থেকে ক্রেস্ট গ্রহণ করছেন বিএআরআই বিজ্ঞানী মাহমুদুল হাসান

গত ২৬ নভেম্বর ২০১৫ আ.কা.মু. গিয়াস উদ্দীন মিল্কী অডিটরিয়াম, কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকায় কৃষি ও কৃষকের অন্যতম মুখপাত্র পাক্ষিক কৃষি প্রযুক্তি প্রত্রিকাটি ৬ বছর পূর্তি উৎসব পালন করে। উক্ত প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে পত্রিকাটির ব্যবস্থাপনা ও মূল্যায়ন কমিটি বিষয়ভিত্তিক লেখক হিসেবে কৃষি ক্ষেত্রে অবদান রাখার জন্য কৃষিবিদ মো. মাহমুদুল হাসান খান, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (উদ্ভিদ প্রজনন), তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্র, বিএআরআই, গাজীপুর কে সম্মাননা ও ক্রেস্ট প্রদান করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় তথ্যমন্ত্রী জনাব হাসানুল হক ইনু এমপি এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশের সভাপতি ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক কৃষিবিদ আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম, এমপি। এছাড়াও সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. মো. শহীদুর রশীদ ভূঁইয়া, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান কৃষিবিদ ড. আবুল কালাম আযাদ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কৃষিবিদ মো. হামিদুর রহমান, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কৃষিবিদ অজয় কুমার রায়, অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন চট্টগ্রাম ভেটেনারি এন্ড এনিমেল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য প্রফেসর ড. নীতীশ চন্দ্র দেবনাথ। ■

বিএআরআই
সংবাদ
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের ত্রৈমাসিক মুখপত্র

কৃষি সচিব মহোদয়ের মসলা গবেষণা কেন্দ্র পরিদর্শন

গত ১১ নভেম্বর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় সচিব জনাব শ্যামল কান্তি ঘোষ মসলা গবেষণা কেন্দ্র, শিবগঞ্জ, বগুড়া পরিদর্শন করেন। এ সময় অত্র কেন্দ্রের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তাসহ সকল বিজ্ঞানী এবং টিসিআরএসসি ও সগবি, বগুড়ার প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বগুড়া-এর উপ-পরিচালক সহ বিভিন্ন কর্মকর্তাগণও উপস্থিত ছিলেন। সচিব মহোদয় কেন্দ্রের গবেষণা মাঠ, ডিসপ্লে স্টলে মসলা গবেষণা কেন্দ্র হতে উদ্ভাবিত, মুক্তায়িত মসলা ফসলের বিভিন্ন জাতের নমুনা ও বীজের প্রদর্শনী পরিদর্শন করেন। স্টল পরিদর্শনের পর অত্র কেন্দ্রের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. বীরেশ কুমার গোস্বামী চলমান গবেষণা কার্যক্রমসহ বিভিন্ন মসলা জাতীয় ফসলের গুরুত্ব, আমদানী ও রপ্তানীর তথ্য, এবং মসলা গবেষণা কেন্দ্র হতে উদ্ভাবিত মসলা ফসলের বিভিন্ন জাত ও অন্যান্য প্রযুক্তি মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে উপস্থাপন করেন। মাননীয় সচিব মহোদয় মসলা গবেষণা কেন্দ্রের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জেনে সন্তোষ প্রকাশ করেন। এছাড়াও তিনি গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেন এবং সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস দেন। ভবিষ্যতে আবারও মসলা গবেষণা কেন্দ্রসহ অন্যান্য আঞ্চলিক ও উপকেন্দ্র পরিদর্শনের আশাবাদ ব্যক্ত করেন। ■

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় কৃষি সচিব জনাব শ্যামল কান্তি ঘোষ মসলা গবেষণা কেন্দ্র পরিদর্শন করছেন

নেপালের কৃষি বিভাগের মহাপরিচালক জনাব ইয়োবাক ধোয জিসি এর বিএআরআই পরিদর্শন

নেপালের কৃষি বিভাগের মহাপরিচালক জনাব ইয়োবাক ধোয জিসি বিএআরআই উদ্ভাবিত কৃষি যন্ত্রপাতি পরিদর্শন করছেন

গত ২৮ নভেম্বর নেপালের কৃষি উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের কৃষি বিভাগের মহাপরিচালক জনাব ইয়োবাক ধোয জিসি বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের ফার্ম মেশিনারি এন্ড পোস্টহারভেস্ট প্রসেস ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ পরিদর্শন করেন। তিনি অত্র বিভাগের তৈরি বিভিন্ন মেশিনারি পরিদর্শন এবং বাংলাদেশের কৃষি যান্ত্রিকীকরণের বর্তমান প্রেক্ষাপট নিয়ে বিজ্ঞানীদের সাথে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন। উক্ত সভায় অত্র বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড. মো. এছরাইল হোসেন উদ্ভাবিত বিভিন্ন কৃষি যন্ত্রপাতি নিয়ে আলোচনা করেন। জনাব ইয়োবাক প্রদর্শনী কক্ষ, ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ পরিদর্শন করেন। তিনি উদ্ভাবিত কৃষি যন্ত্রপাতি দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন। পরিদর্শনের সময় অত্র বিভাগের বিজ্ঞানীবৃন্দ এবং সিমিটের অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। ■

মুখ্য সম্পাদক : ড. ভাগ্য রানী বণিক
সম্পাদক : মো. হাসান হাফিজুর রহমান
সহযোগী সম্পাদক : ড. মো. লুৎফর রহমান
মাহবুবা আফরোজ চৌধুরী
আলোকচিত্র শিল্পী : পংকজ সিকদার

প্রকাশনায় : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
জয়দেবপুর, গাজীপুর-১৭০১
ফোন- ৯২৯৪০৪৬
ডিজাইন ও মুদ্রণে : বেঙ্গল কম-প্রিন্ট
৬৮/৫, গ্রীনরোড, ঢাকা।
ফোন- ০১৭১৩ ০০৯৩৬৫